একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত

সংশোধিত

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

www.dhakaeducationboard.gov.bd

২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফরমপূরণের বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং- ৫৩৮/মাধ্য-পরী/২০০৩/৭০৪

তারিখ : ২৯/০৯/২০১৯ খ্রি.

এতদ্বারা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন সকল বিদ্যালয় প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার **Online** এ ফরম পূরণ ও প্রয়োজনীয় ফি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে জমা দেয়ার তারিখ, ফি এর হার ও নিয়মাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। **Online** এ শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (**probable list**) প্রদর্শন : শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্বলিত সম্ভাব্য তালিকা ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.dhakaeducationboard.gov.bd) এ ০৬/১১/২০১৯ তারিখে দেওয়া হবে। উক্ত সম্ভাব্য তালিকা হতে ০৭/১১/২০১৯ থেকে ১৪/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে Online এ নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ায় ফরম পূরণ (**eFF**) সম্পন্ন করতে হবে।

(ক) প্রতিষ্ঠানসমূহ ঢাকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে **OEMS/eFF** এ ক্লিক করে EIIN ও **Password** দিয়ে **Login** করে **Probable list** এ যেতে হবে এবং **Print** করে হার্ডকপিতে লালকালি ব্যবহার করে টিক চিহ্ন দিয়ে পরীক্ষার্থী নির্ধারণ করতে হবে।

(খ) উক্ত হার্ডকপি **Probable list** এ টিক চিহ্নিত পরীক্ষার্থীর তথ্য মিলিয়ে কম্পিউটারে প্রদর্শনকৃত **probable list** থেকে **Select** করতে হবে।

(গ) **Temporary List Print** করে ভালভাবে যাচাই/বাছাই করে প্রয়োজন হলে **Select/ UnSelect** করা যাবে।

(ঘ) এর পর **Pay Slip Print** করতে হবে। নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় (যে শাখায় সোনালী সেবা চালু আছে) **Pay Slip** এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা জমা প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য **Pay Slip Print** করলে আর কোন অবস্থাতেই **Select/UnSelect** করা যাবে না।

(ঙ) ফি এর টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে **Final Candidate List Print Active** হবে।

(চ) **Final Candidate List Print** করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতিষ্ঠান প্রধান স্বাক্ষর করবেন।

(ছ) প্রয়োজন হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্য থেকে ফরম পূরণের কাজ একইভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

(জ) বিলম্ব ফি সহ ১৮/১১/২০১৯ হতে ২১/১১/২০১৯ পর্যন্ত অনলাইনে ফরম পূরণ (**eFF**) করা যাবে।

২। পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সম্বলিত প্রিন্ট কপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ (এক) কপি সংরক্ষণ করতে হবে।

৩। ফি জমার সর্বশেষ তারিখ: বিলম্ব ফি ছাড়া ১৭ নভেম্বর ২০১৯ এবং বিলম্ব ফিসহ ২৪ নভেম্বর ২০১৯।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	তারিখ
(ক)	রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীসহ আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক বিষয়/বিষয়সমূহে এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণের ২০১৯ সনের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণের জন্য নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের বরাবরে সাদা কাগজে আবেদন করার শেষ তারিখ :	২৪/১০/২০১৯
(খ)	নির্বাচনি (টেস্ট) পরীক্ষা গ্রহণসহ ফল প্রকাশের শেষ তারিখ :	০৫/১১/২০১৯
(গ)	অনলাইনে ফরমপূরণ বিলম্ব ফি ছাড়া	০৭/১১/২০১৯ হতে ১৪/১১/২০১৯
(ঘ)	বিলম্ব ফি ছাড়া অনলাইনে ফি জমা দেয়ার শেষ তারিখ :	১৭/১১/২০১৯
(ঙ)	বিলম্ব ফি সহ অনলাইনে ফরমপূরণ	১৮/১১/২০১৯ হতে ২১/১১/২০১৯
(চ)	পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০.০০ (একশত) টাকা হারে বিলম্ব ফিসহ অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :	২৪/১১/২০১৯

পরীক্ষার মাধ্যম :

৪। বাংলা/ ইংরেজি ভার্সন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে । কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভার্সন পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থী থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিম্নের ছক অনুযায়ী এক কপি তালিকা উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক) এর নিকট হাতে হাতে ৩০/১০/২০১৯ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সন পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে না। এতে শিক্ষার্থীদের কোন অসুবিধা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানই দায়ী থাকবেন।

ছক

শাখা	বিষয় ও কোড	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শাখা	বিষয় ও কোড	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শাখা	বিষয় ও কোড	শিক্ষার্থীর সংখ্যা

৫। (ক) ফি এর হার :

পরীক্ষার্থীর ধরন (১)	পরীক্ষার ফি (পত্র প্রতি) (২)	ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি (পত্র প্রতি) (৩)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি) (৪)	মূল সনদ ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি) (৫)	অনিয়মিত ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি) (৬)	অনুমতি ও তালিকা ভূক্তি ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি) (৭)	বয় স্কাউট/ গার্লস গাইড ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি) (৮)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি) (৯)	রেজি: নবায়ন ফি (২০১৫ সালের রেজি:ধারী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযোয্য) (১০)	বার্ষিক ক্রীড়া এফিলিয়েশন ফি(শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি) (১১)
নিয়মিত পরীক্ষার্থী	১০০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	×	×	১৫.০০	৫.০০		
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতিপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি	১০০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	১০০.০০	×	১৫.০০	৫.০০		
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতিপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে	১০০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	×	১০০.০০	×	১৫.০০	৫.০০	২০০.০০	৩০০.০০
জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী	১০০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	×	১০০.০০	১৫.০০	৫.০০		

(খ) কেন্দ্র ফি (কেন্দ্রে জমা দিতে হবে) :

(১) এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীসহ সকল প্রকার পরীক্ষার্থী যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেই পরীক্ষার্থী প্রতি ৩৫০.০০ (তিন শত পঞ্চাশ) টাকা।

(২) এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীসহ সকল প্রকার পরীক্ষার্থী যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে পরীক্ষার্থী প্রতি ৪০০.০০ (চার শত) টাকা ।

(৩) এসএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি (অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষকদের জন্য) পত্র প্রতি ১০/-(দশ) টাকা।

*** ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও আনুষঙ্গিক কর্মসম্পাদনের পর পরই কেন্দ্রসচিব ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ০৫/- (পাঁচ) টাকা এবং বহিরাগত পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ০৫/- (পাঁচ) টাকা হারে সম্মানী/ পারিশ্রামিক পরিশোধ করবেন। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বোর্ড টিএ/ডিএ বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ কোন প্রকার সম্মানী প্রদান করবে না। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে,এ ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ফি ২৫ টাকা হবে, যার বিভাজন কেন্দ্র ০৭/- (সাত) টাকা ও প্রতিষ্ঠান ১৮ টাকা হবে।

(গ) পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের মোট ফি:

বিজ্ঞান বিভাগ(নিয়মিত) (৪র্থ বিষয়সহ)		ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ(নিয়মিত) (৪র্থ বিষয়সহ)		মানবিক বিভাগ(নিয়মিত) (৪র্থ বিষয়সহ)	
১। বোর্ড ফি-	১৫০৫.০০ টাকা	১। বোর্ড ফি-	১৪১৫.০০ টাকা	১। বোর্ড ফি-	১৪১৫.০০ টাকা
২। কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক ফিসহ)	৪৬৫.০০ টাকা	২। কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক ফিসহ)	৪৩৫.০০ টাকা	২। কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক ফিসহ)	৪৩৫.০০ টাকা
	১৯৭০.০০ টাকা		১৮৫০.০০ টাকা		১৮৫০.০০ টাকা

(ঘ) বিলম্ব ফি: পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০.০০ টাকা।

(ঙ) পরীক্ষার্থীদের বেতন ও সেশনচার্জ ৩১ ডিসেম্বর-২০১৯ পর্যন্ত পরিশোধ করতে হবে। কোনক্রমেই পরীক্ষার্থীদের ২০২০ সালের বেতন ও সেশনচার্জ নেয়া যাবে না।

৬। নিয়মিত পরীক্ষার্থী :

২০১৮ সালের রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থীরা ২০২০ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করবে।

৭। অনিয়মিত পরীক্ষার্থী :

(ক) ২০১৬ এবং ২০১৭ সনের রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী যারা ২০১৮ এবং ২০১৯ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি, স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০২০ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে কোন অবস্থাতেই নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

(খ) ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ৪র্থ বিষয় বাদে এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা রেজিঃ এর মেয়াদ থাকলে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তারা ইচ্ছা করলে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(গ) ২০১৮ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ৪র্থ বিষয় বাদে এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ২০১৯ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি বা অংশগ্রহণ করে পুনরায় এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ থাকলে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০২০ সালের পরীক্ষায় পূর্বের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অথবা সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আংশিক বিষয়ে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

(ঘ) রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ :

২০১৫ সালের রেজি:ধারী শিক্ষার্থীগণ যাদের রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ শেষ অথচ চতুর্থ বিষয় বাদে এখনো এক বিষয়ে অকৃতকার্য আছে সে সকল শিক্ষার্থী বিশেষ বিবেচনায় রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ কেবলমাত্র এক বছরের জন্য নবায়ন করে ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অকৃতকার্য বিষয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। উপরের খ থেকে ঘ এ উল্লিখিত পরীক্ষার্থীদের পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের প্রাপ্ত জিপি সংরক্ষিত থাকবে। ২০২০ সালের পরীক্ষায় তাদের অংশ গ্রহণকৃত বিষয়/বিষয়সমূহের জিপি/পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের সংরক্ষিত জিপিএর সাথে যোগ করে তাদের জিপিএ নির্ণয় করা হবে।

(ঙ) রেজিস্ট্রেশন নবায়নের প্রক্রিয়া :

ঘ এ উল্লিখিত রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফরম পূরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরে জমা দিয়ে নবায়নকৃত রেজি: কার্ড সংগ্রহ করতে হবে।

ছক

পূর্ববর্তী পরীক্ষার সাল ও রোল নম্বর	পরীক্ষার্থীর নাম, পিতা ও মাতার নাম	রেজি. নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ	যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে রেজি. কৃত তার নাম	অকৃতকার্য বিষয়ের নাম ও কোড নম্বর

৮। জিপিএ উন্নয়ন :

কেবল ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জিপিএ ৫.০০ এর কম পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ থাকলে ২০২০ সালের পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ২০২০ সালের পরীক্ষায় এদের জিপিএ উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের জিপিএ বহাল থাকবে। জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীকে পূর্বের পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি প্রিন্ট কপির সাথে জমা দিতে হবে।

৯। বহিস্কৃত পরীক্ষার্থী :

বহিস্কৃত পরীক্ষার্থীদের শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে থাকলে এবং রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ থাকলে তারা ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

১০। চতুর্থ বিষয়ের সুবিধা :

২০১৬ ও ২০১৭ সালের রেজি.ধারী পরীক্ষার্থীরা ২০১৮ ও ২০১৯ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে থাকলে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে সকল বিষয়ে ২০২০ সালে পরীক্ষা দিলে চতুর্থ বিষয়ের সুবিধা পাবে এবং ২০১৬ ও ২০১৭ সালের রেজি.ধারী পরীক্ষার্থীরা যারা ২০১৮ ও ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে ৪র্থ বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পূর্বের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হলে তারা ৪র্থ বিষয়ের সুবিধা পাবে।

১১। পাঠ্যসূচিঃ

(ক) **২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা (বাংলা ১ম পত্র এবং ইংরেজি ১ম পত্র ব্যতিত) ২০২০ সালের সিলেবাস এবং মানবন্টন অনুযায়ী প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।**

(খ) **বাংলা ১ম পত্র (বিষয় কোড- ১০১) : ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ২০১৮ সালের সিলেবাসে প্রণীত প্রশ্নপত্রে এবং ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ২০২০ সালের সিলেবাস এবং মানবন্টন অনুযায়ী প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে**

(গ) **ইংরেজি ১ম পত্র (বিষয় কোড- ১০৭) : ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ২০১৭ সালের সিলেবাসে প্রণীত প্রশ্নপত্রে এবং ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ২০২০ সালের সিলেবাস ও মানবন্টন অনুযায়ী প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।**

(ঘ) **২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা এবং ক্যারিয়ার এডুকেশন বিষয়সমূহ এনসিটিবি এর নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনে প্রেরণ করবে।**

১২। নির্বাচনি পরীক্ষা :

জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ব্যতীত নির্বাচনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক । তবে যে সকল পরীক্ষার্থী ইতোমধ্যে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের নির্বাচনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিষয়টি শিথিলযোগ্য।

প্রফেসর মোঃ আবুল বাশার
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন- ৯৬৬৯৮১৫

স্মারক নং- ৫৩৮/মাধ্য–পরী/২০০৩/৭০৪ তারিখ : ২৯/০৯/২০১৯ খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে: অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সকল কর্মকর্তা।

কার্যার্থে:

১। উপ–পরিচালক (হিঃ ও নিঃ), মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
২। বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এসএসসি পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট সকল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান।
৫। অফিস কপি।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন-৫৮৬১০০৭১